টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
— বিয়ের —
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৬ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭৭ ইং 1st July. 1970 | ৭ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
স্টুডেন্টস ফেভারিট
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

দিকে দিকে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে।
জনসাধারণ প্রতিষেধক টিকা লউন।
বিলম্ব করিবেন না।

মাইনে পেলে সব তোরে দেয়
দুখের কথা কি আর কই ?
তুই হলি তার আপন জনা
আমরা বুঝি কেহই নই !
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

কেরলও 'তের'-র পাল্লায়

ভারতের দুইটি রাজ্য—কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা-পতনের ও নির্বাচনের কাহিনী ঐতিহাসিক-দের একটা গবেষণার বস্তু। কেরলে সর্বশেষ মেনন-মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। আবার নির্বাচন হইবে। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাহা হইবে কেরলের ষষ্ঠ মন্ত্রিসভা। এই রাজ্যে নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা গঠনের সংখ্যা রীতিমত রেকর্ড করিয়াছে।

১৯৬৭ এর ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে কেরলে সি, পি, এম মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী হইলেন শ্রী ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ। ইহার আগে এখানে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রপতির শাসন চলিতেছিল। ৪র্থ সাধারণ নির্বাচনে কেরলে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। মাত্র দুই বৎসরের আয়ু লইয়া এই মন্ত্রিসভা কাজ করিলেন। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দলের সম্পর্কে নানা অভিযোগ উঠিতে লাগিল কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির পক্ষ হইতে। অভিযোগ এই যে, কেরলে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দল সর্বত্র নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। এমন কি অন্যান্য দলের মন্ত্রীদেরও কাজকর্মের উপর খবরদারী চালাইতে চাহেন। সি, পি, এম দলও পালটা অভিযোগ আনিতে থাকেন। কিন্তু তাহা ধোপে টিকিল না। সম্ভবতঃ কোন এক নেপথ্য শক্তির প্রভাবে শ্রী ই, এম, এস মন্ত্রিসভার পতন হইল ১৯৬৯ এর ২৪শে অক্টোবর। কিন্তু অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচনের দাবী উঠিলেও কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য বামপন্থী দল মিনিফ্রন্ট গঠন করিল। এই ফ্রন্টের প্রধান চার শরিক দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট দল, কেরল মুসলীমলীগ, ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (আই, এস, পি) ও প্রজাসোসালিষ্ট দল। ১৯৬৯ এর ৯ই নভেম্বর। সেদিন ছিল কেরল রাজ্যের ত্রয়োদশতম প্রতিষ্ঠা দিবস। দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট দলের শ্রীঅচ্যুত মেনন মিনিফ্রন্ট সরকার গঠন করিলেন। তিনি হইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু 'তের' সংখ্যাটির অশুভ প্রভাব তিনিও কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। রাজ্যের ১৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসে যে শাসনভার পাইলেন, 'অ্যাপোলো-১৩'-এর মতই যাত্রাকালে তাহাতে বিঘ্ন দেখা দিল। তাঁহার গদিপ্রাপ্তির পর রাজ্যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা-বিক্ষোভ-গুলি চলিল। মিনিফ্রন্টের শরিক দলগুলিও নানা অশান্তিতে লিপ্ত হইলেন। কেরলের আই, এস, পি দুইখণ্ড হইলেন। একদল গেলেন পি, এস, পি তে। মিনিফ্রন্টে থাকা-না-থাকার প্রশ্ন উঠিল শ্রী এন কে সেসান ও শ্রী পি, কে, কুনজু-র অর্থমন্ত্রীত্ব গ্রহণে। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব হেতু টালমাটাল অবস্থা এবং আরও নানা অভিযোগের বোঝা মাথায় লইয়া শ্রীঅচ্যুত মেননের মন্ত্রিসভা বর্তমান বৎসরের ১৬ই জানুয়ারী এবং ২৪শে মার্চ অনাস্থা প্রস্তাবের ধাক্কা সামলাইলেন বটে। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তির জন্য গত ২৪শে জুন কেরল বিধানসভা বাতিল হইল এবং যথাশীঘ্র নূতন নির্বাচনের আদেশ জারী করা হইল। শ্রীমেননের মতে পি, এস, পি এবং আই, এস, পি— দল দুইটির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ তাঁহার মন্ত্রিসভাকে হীনশক্তি করিয়াছে।

কেরলের 'আটমেসে' মিনিফ্রন্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের 'তেরমেসে' যুক্তফ্রন্ট সরকার আজ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন। পার্থক্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে এখনও অন্তর্বর্ত্তী নির্বাচনের ডাক পড়ে নি। 'ছয়-আট-নয়' দলে কসরৎ চলিতেছে; কেরলে নির্বাচন হইবে। আমরা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহারের মন্ত্রীত্ব সঙ্কট দেখিয়াছি। বিহারে লড়াই এখনও চলিতেছে। রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যের দল-কোন্দল চলুক, আর রাষ্ট্রপতির শাসনজারী হউক। আবার নির্বাচন তোড়জোড় লাগুক। অর্থের শ্রাদ্ধ হউক। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে দল-কোন্দল আমাদের এখনও তাজ্জব বানাইতে পারে নাই।

দিকে দিকে লাল পতাকা

২৫শে জুন বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লাল-পতাকা উত্তোলিত দেখা যায়। কিছু সংখ্যক ছাত্র এই খবর রঘুনাথগঞ্জ থানায় জানালে পুলিশ উক্ত স্থানে গিয়ে লাল পতাকা উদ্ধার করে আনে। পতাকার গায়ে "নকশালবাড়ী লালসেলাম" লেখা ছিল বলে প্রকাশ।

২৫শে জুনের খবর : কেন্দ্রের বহির্বিষয়ক দপ্তরটা শ্রীদীনেশ সিং-এর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আরেক জনকে দেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং পদত্যাগ করেন। পরের দিন জানা গেল দপ্তর পালটালেও শ্রীসিং মন্ত্রিসভায় থাকলেন।

—শিং নেড়ে কোন ফল না হলে 'এ্যায়সাহী হোতা হ্যায়'।

* * *

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্বন্টনে প্রতিরক্ষা দেওয়া হল শ্রীজগজীবন রামকে।

তিনি জগৎ-জীবন। রাখে 'রাম' ত মারে কে ? আর মারে রাম ত — ?

* * *

মেদিনীপুরের খবরে প্রকাশ, একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়।

এবার হতে কর্মখালি পৃষ্ঠা 'প্রধান শিক্ষক চাই'-তে ভরে যাবে।

* * *

চেক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক শ্রীআলেকজাণ্ডার ডুবচেক পার্টি হতে বহিষ্কৃত। তাঁর সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

'চেক' লাগি ডুব দিনু সে কোন্ ক্ষণে।

* * *

'কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রধান মন্ত্রী নিজেই রাখলেন'—জনৈক ভদ্রলোক।

অপর জন :— ঘর সামলাতে বা বেসামাল করতে বামাপ্রভাব খুব কাজ করে।

* * *

শহরের আশেপাশে কলেরা হচ্ছে অথচ সব ওয়ার্ডে এখনো কলেরা ইনজেকশন দেওয়া হল না।

মৃত্যুদূতের 'কল্'-এ তবেই ওঁরা রা দেন হয়ত।

* * *

ইয়াহিয়া খান রুশদেশ সফরে গেলেন কেন?

—কাজ হাসিল করতে। 'ইয়া আল্লাহ্' বলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হিয়ার মাঝারে থাকবেন। আচ্ছা খানদানী আদমী।

নিয়তির খেলা

গত ২২শে জুন সোমবার রঘুনাথগঞ্জের শ্রীবৈকুণ্ঠ বড়াল মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে একটি ছোট মেয়েকে সাপে কামড়ায় তা দেখে তাঁর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর ব্লাড-প্রেসার ছিল। অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেসারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, তাঁর আর জ্ঞান ফিরল না তিনি মারা গেলেন। এখানে তিনিই ছিলেন ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকা। স্বামী বাইরে কাজ করেন। তিনি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিনা যুদ্ধে জনগণের কোনো অধিকার আমরা ছাড়ব না —জ্যোতি বসু

গত ২৪শে জুন বুধবার ফরাক্কায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু। সভার শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের ফরাক্কা শাখা, ফরাক্কা ব্যারেজ ষ্টাফ এসোসিয়েশনের কালচারাল ইউনিট এবং জেলা গণনাট্য সংঘের অলক সান্যাল। জ্যোতি বসু তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে—ফরাক্কা প্রকল্পে ছাঁটাই-এর প্রতিরোধ সংগ্রাম, বহরমপুর সরকারী কর্মচারীদের উপর ডি, এম-এর নির্দেশে সি-আর-পি-র হামলা ও চীফ সেক্রেটারীর হুমকী সত্ত্বেও ২৫শে জুনের ধর্মঘটের অপ্রতিরোধ্যতা, দুর্গাপুরে কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও শ্রমিক সংগ্রাম, পৌর-কর্মচারীদের সংগ্রাম—প্রভৃতির উল্লেখ করেন। শ্রীবসু দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা ভাষণের সর্ব্বশেষে বলেন আমরা জনগণকে বিশ্বাস করি, তাই আমাদের জনপ্রিয়তা। আমাদের কাজ শুধু মন্ত্রী হওয়া নয়। জ্যোতিবাবুর ভাষণের সময় সমবেত জনতা বার বার করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। উক্ত সভায় অর্জুনপুর, কুলিগ্রাম, বড়তলা, হাজারপুর, ইমামনগর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মিছিল সহকারে প্রচুর লোক আসে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড পরিচয় দাশগুপ্ত, কমরেড মধু বাগ। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা সম্পাদক কমরেড সত্য চন্দ্র এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

নিরেস পাঁউরুটি

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর শহরে যে সব পাঁউরুটি বিক্রয় হয় সেগুলির অধিকাংশই নিরেস। বহরমপুর, সিউড়ী, রামপুরহাটে বেশ ভাল পাঁউরুটি পাওয়া যায়। এখানকার ভাটায় সরেস রুটি তৈরী না হওয়ার কারণ কি? নিরেস পাঁউরুটি যাতে বাজারে বিক্রয় না হয় তৎপ্রতি জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় নিরেস খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষিকা আবশ্যক

ধুলিয়ান বালিকা বিদ্যালয়ের (জুনিয়ার হাই) জন্য একজন অভিজ্ঞ বি-এস-সি (পিওর সাইন্স) শিক্ষিকা দরকার। উক্ত পদের জন্য ৭ই জুলাই '৭০ মধ্যে সেক্রেটারীর (পোঃ ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ) নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে বেতন ও ভাতা জি, এ নিয়ম অনুযায়ী।

বিছুটির সুড়সুড়ি

(সু—মো—দে)

॥ শ্রেণী-সংগ্রাম ॥

ঘাড়ে বাঁধা লাল ট্যানা বাড়া ভাত খায়
সোনালী ফসল ধান লুটিয়া পালায়।
অপরের মেহনতে উদর পূরণ
"শ্রেণী-সংগ্রাম" নাকি নেতার ভাষণ।

॥ মিনি-যুগ ॥

মিনি যুগে মিনি মন, সবে মিনি স্বাদ
ঘুমে মিনি, প্রেমে মিনি, মিনি জিন্দাবাদ।
ফ্যামিলী প্ল্যানিঙে মিনি তিনটিতে শেষ
মিনি স্কার্ট, মিনি ফ্রন্ট, মিনি পরিবেশ।

॥ অথ লৌহচুম্বক কথা ॥

নর নাকি লৌহপিণ্ড, নারীরা চুম্বক
বিজলীর স্পর্শলাভে ইলেক্ট্রিক-শক্।
বৃহৎ জাহাজ জব্দ চুম্বক-পাহাড়ে
বিরহী যক্ষও কাবু প্রিয়া-আঁখি-ঠারে।

॥ কীল মারবার গোঁসাই ॥

খরাক্লিষ্ট পুরুলিয়া বিরস বদন
প্রধান মন্ত্রীর টুরে লাঠির বর্ষণ।
খরাতে বৃষ্টিই নাকি সেরা মহৌষধি
আরো ভালো 'লাঠি-বৃষ্টি' তথা হয় যদি।

সিনেমা দর্শকের জবানবন্দী হ'তে

গত ২৮শে জুন রবিবার রঘুনাথগঞ্জ ছায়াবাণী সিনেমায় প্রথম শো-এ ছবি দেখতে যাই। বিরতির

পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

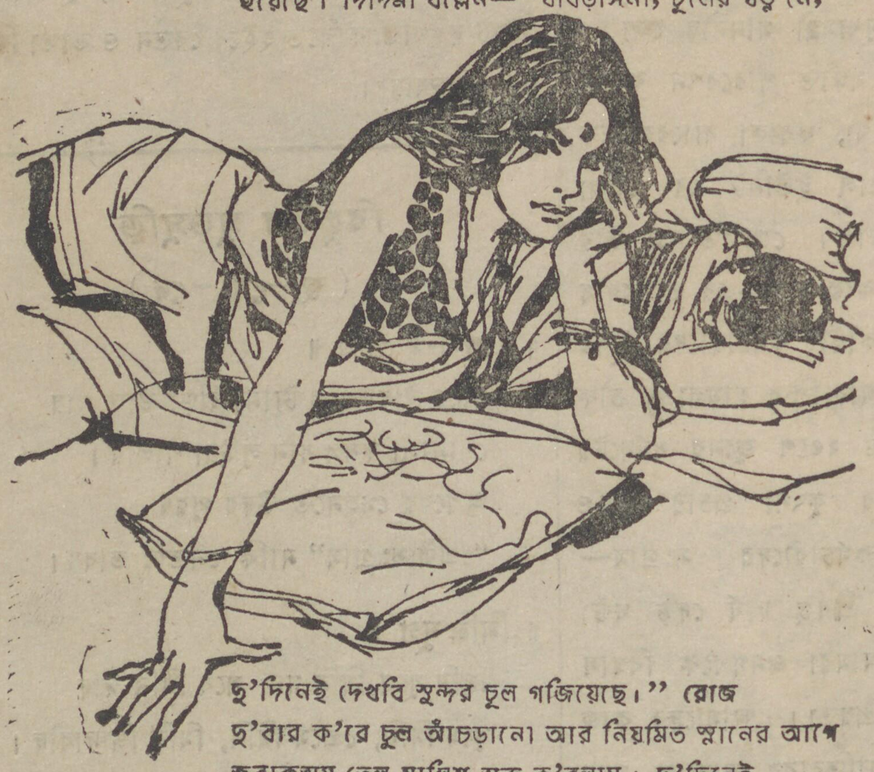

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য **আর. পি. ওয়াচ কোং** র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

পর ছবি আরম্ভ হয়েছে তখন দেখি দু'তিন জন সিনেমাকর্ম্মী আসনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে আসন হ'তে উঠিয়ে দিবার জন্য টানাটানি করছে। উভয় পক্ষের বাকবিতণ্ডায় দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। এই ঘটনার বিষয় কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কিনা? যাতে এরূপ প্রহসনের পুনরাভিনয় না হয় তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

পুনর্জন্ম

শিলং ৩০শে জুন—ঠিক ৩০ দিনের দিন শ্রীবিমান আলী তাঁর জীবন ফিরে পেলেন। তার আগে ২৯ দিন তিনি ছিলেন 'মৃত'। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ছাতিপোতা গ্রামের কৃষক শ্রীআলীকে একটি গোখ্‌রো সাপে কামড়ানর পরে বহু ওঝা ডাকা হয়; কিন্তু সবই বৃথা। তিন সপ্তাহ পরে তার পরিবারের লোকেরা নওগাঁ জেলার লংকা থেকে ডেকে আনলেন মতি ওঝাকে। মতি ওঝাই শ্রীআলীর জীবন ফিরিয়ে দিলেন। 'মৃত' ব্যক্তি এখন সুস্থ ও স্বাভাবিক।

—আনন্দবাজার পত্রিকা